Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 1



অনেকগুলো বউ ছেড়ে চলে গিয়েছে, অর্পিতা আমাকে সহ্য করেছে', অকপট প্রসেনজিৎ

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৬ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ৩ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২৪ সংখ্যা ।। ৮পাতা



বাংলায় অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে ছিল তৃণমূল ঃ স্মৃতি

ইউক্রেনের গ্রামে ভয়ংকর হামলা রাশিয়ার ! মৃত অন্তত ২৯



চলতি মাসেই সাউথ ব্লক থেকে সরছে সেনা প্রধানদের সদর দপ্তর !

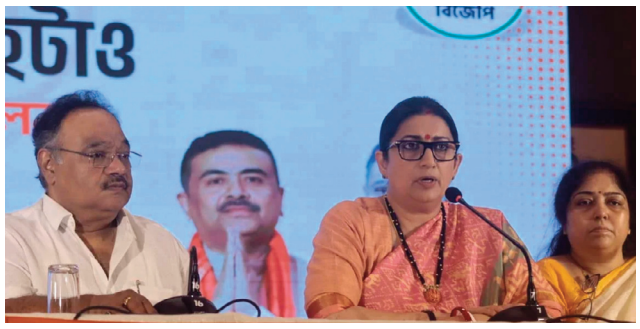


দিল্লির 'শ্বাসরোধে'র জন্য দায়ী পাকিস্তান ! নাসার রিপোর্টে প্রকাশ্যে দূষণের নেপথ্য কাহিনী



বাংলায় অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে ছিল তৃণমূল

কলকাতা এসে একযোগে 'ইন্ডিয়া'কে আক্রমণ স্মৃতির



জ্ঞানেশ কুমার হটাও। সরব বিরোধী জোট 'ইন্ডি'। পালটা 'গনতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতায় আসলেন স্মৃতি ইরানি । অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে। একযোগে গোটা বিরোধীদলকে নিশানা করেছেন তিনি। জানালেন, তকংগ্রেস আগেও হারতো। এখন হেরে কমিশনকে দোষ দিচ্ছে।দ

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। তাঁর চ্যালেঞ্জ, তঅধীর দা, সিপিএম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে মিছিল করুক।ছাব্বিশের নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, তাঁকে হারানো হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া ও মুখ্য নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারকে দায়ী করেন তিনি। পরবর্তীকালে একটি সংবাদ মাধ্যমের তদন্তমূলক প্রতিবেদন সামনে আসার পর, জ্ঞানেশ বিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার হয়। পালটা স্মৃতি ইরানি কলকাতায় মমতাকে বিঁধে জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ভোটার লিস্টে অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা দেওয়া হয়েছে। এখানে আন্দোলন না করে, দিল্লি যাচ্ছে।কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডি' জোটকে আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, কংগ্রেস আগে থেকেই নির্বাচন হারছে। এবার কমিশনকে দোষ দিচ্ছে। ২০২৪ সালে জ্ঞানেশকুমার নির্বাচন কমিশনারই ছিলেন না। মোদি সরকারকে মসনদ থেকে নামাতে ও দেশকে বদনাম করতে বিদেশি সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। স্মৃতির কথায়, রাহুল গান্ধী লন্ডনে গিয়ে বলছেন মোদিকে হারাতে চান। স্মৃতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় না লড়ে দিল্লিতে লড়াই করছেন কেন সেই প্রশ্ন তোলেন। বলেন, এখানে অধীর, মমতা, সিপিএম মিছিল করুক। এখানে কিছু করছে না, দিল্লিতে গিয়ে হাত মেলাচ্ছে।

ভারতকে দুর্বল করতে বড় খেলা ! বিস্ফোরক মন্ত্রী জগন্নাথ

নয়া জামানা ঃ ভোটচুরি, এসআইআর এইসব অজুহাত! ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে আন্তর্জাতিক শক্তির হাতে খেলতে নেমেছে 'পাপ্পু' আর কিছু স্থানীয় দল। মঙ্গলবার বর্ধমানের রবীন্দ্রভবনে দলীয় এক কর্মসূচিতে এসে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও বিরোধী আন্দোলনকে নিশানা করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রেক্ষিতে যুব সমাজকে আরও বেশি করে বিজেপিতে সম্পৃক্ত করার ডাক দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, যুব সমাজের হাতেই আগামী দিনের উন্নয়ন নির্ভর করবে। তারা যদি দেশের পক্ষে দাঁড়ায়, তারা যদি রাষ্ট্রবাদের পক্ষে দাঁড়ায়, তারা যদি ভারতে পক্ষে দাঁড়ায় তাহলে পৃথিবীর কোনও শক্তি নেই আমাদেরকে অস্থির করে।জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আরও জানান, ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে এনআরসি, সিএএ-এর নামে অশান্তি তৈরি করা হয়েছিল। এবারের প্রেক্ষিতটা আলাদা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারতের যে উন্নয়ন করছেন তা সহ্য হচ্ছে না কিছু আন্তর্জাতিক শক্তির। তারা চাইছে এবার ভারতকে অস্থির করতে। ভারতের উন্নয়নকে আটকে দিতে।এসআইআর ইস্যুতে জ্ঞানেশ কুমারের পাশে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা নামক পাপটাকে আমরা সরাতে পেরেছি তখন সারা দেশজুড়ে রে রে পড়ে গিয়েছে ভোটচুরি করেছে বলে। ভোটচুরি তো সিপিএম, তৃণমূলের সংস্কৃতি ছিল।

উত্তরে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী

'ব্লিচিং দিয়ে কলকাতা-হাওড়া সাফ করে শিলিগুড়িতে ঢুকব' ঃ শুভেন্দু



নয়া জামানা ঃ কলকাতা-হাওড়ার পর একে একে রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলিতেও নির্বাচন হতে চলেছে। তার আগে শিলিগুড়ি থেকে পুরভোট নিয়ে বিরোধীদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, তব্লিচিং-ফিনাইল দিয়ে কলকাতা ও হাওড়া সাফ করে তারপর শিলিগুড়িতে ঢুকে পড়ব।দ এর পাশাপাশি ফের একবার উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেন তিনি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন শুভেন্দু।মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে 'গণতন্ত্র বাঁচাও অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে উপস্থিত শিলিগুড়িতে মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ আরও অনেকে। মিছিলের পর আয়োজিত সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি পুরভোটে জয়ের বার্তা দেন। উত্তরবঙ্গের গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, তঙ মাসে ১০ বার উত্তরবঙ্গে এসেছি। উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নয়। বিজেপিকে যদি প্রথম কেউ জায়গা দিয়ে থাকে তা হল দার্জিলিং। প্রথম এমপি দিয়েছে। কাজ দিয়ে ভরিয়ে দেব।দ শুভেন্দু জানিয়ে দেন, রায়গঞ্জে এইমস হলে, জলপাইগুড়িতে ক্যান্সার হাসপাতাল, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙে মেডিক্যাল কলেজ হবে। বাদ যাবে না শিলিগুড়িও। আইআইটি বা আইআইএম গড়ার জন্য জায়গা দেখার কাজ চলছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গে আরও উন্নয়ন হবে। পর্যটনে উন্নতি আসবে। উত্তরবঙ্গে রেলেরও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এনজেপি স্টেশন অমৃতভারত স্টেশন হয়েছে। বন্দেভারত চলছে। আগামী বছরের এপ্রিল মে মাসে হাসিমারা বিমানবন্দর উদ্বোধন হবে। তারপর কলাইকুন্ডা, বালুরঘাটেও এয়ারপোর্ট উদ্বোধন হবে। পরের বছর মালদায় বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি শুরু হবে। তিনি আরও জানান, গঙ্গা ভাঙন রোখার জন্য দিল্লিতে গিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরের ২১টি চা বাগানে তালা লাগিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি মঙ্গলবার তিনি খ ুলে দিয়েছেন। আরও ২০টি চা বাগান খোলার অঙ্গীকার করেন শুভেন্দু।শিলিগুড়ির সভা থেকে শুভেন্দু জানান, সরকারে আসার পর তিনটি পরীক্ষায় বসেছে সরকার। ফলতা, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর। তিনটি পরীক্ষাতেই পাশ করেছে বিজেপি। এবার কলকাতা-হাওড়া পুরভোটে জিতবে দল। তারপর ফেব্রুয়ারিতে শিলিগুড়ি পুরভোটেও জয়ী হবে। তাঁর কথায়, তনন্দীগ্রাম, রেজিনগর, ফলতায় যা হয়েছে কলকাতাতেও তাই হবে, ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়িতেও হবে।

শিলিগুড়িতে শুভেন্দুর নিশানায় অভিষেক

ভাইপোর কী হয় সময় হলে দেখবেন



নয়া জামানা ঃ বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মিছিলের পর তিনি ভাষণও দেন সভা থেকে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের বার্তার পাশাপাশি ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন তিনি। এদিন ফের অভিষেককে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, তভাইপোর কী হয় সময় হলে দেখতে পাবেন।বিজেপি সরকারে আসার পর উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। উত্তরকন্যায় কাজকর্ম দেখা, উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি ঠিক করার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে উত্তরবঙ্গ যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিনও শিলিগুড়ি গিয়ে উত্তরকন্যায় বৈঠক করেন তিনি। দুপুরে 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' মিছিল কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মুখ ্যমন্ত্রী। এরপর সভামঞ্চ থেকে 'ইন্ডি' জোট, সিপিএম, মমতা-অভিষেককে আক্রমণ করেন।শিলিগুড়ির সভামঞ্চ থেকেও পরিবারতন্ত্র নিয়ে জোর সওয়াল করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। গান্ধী পরিবার ও কালীঘাটকে কটাক্ষ করেছেন তিনি। ৪জির সঙ্গে তুলনা গান্ধী পরিবারকে। নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব, রাহুল পরিবারতন্ত্র চলছে কংগ্রেসে ! অন্যদিকে, বাংলার রাজনীতিতেও তৃণমূলকে এই ইস্যুতে খোঁচা দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারতন্ত্র চালাচ্ছেন বলে নিশানা করে মমতাকে ২জি কটাক্ষ করলেন।এদিন নাম না করে আরও একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন শুভেন্দু। ভাইপো ভাইপো করছেন কেন? ভাইপোর কী হয় সময় হলে দেখ বেন, সেই কথা জোর গলায় বলেন তিনি। তাঁর কথায়, এই সরকার শাহজাহানকেও ছাড়েনি, পুষ্পাকেও ছাড়েনি। তাহলে কি কোনও বড় ইঙ্গিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী? সেই চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি যত দিন আছে, ততদিন মমতা-অভিষেক ভোটে জিততে পারবেন না। সেই কথাও জানিয়েছেন শুভেন্দু। শুধু তাই নয়, সিপিএমকেও নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লিতে বিরোধীরা রামলীলা ময়দানে কর্মসূচি করেছে। সেই নিয়েও এদিন কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। যারা ভোটে হেরে গিয়েছে, তারা দিল্লিতে একজোট হয়েছে বলে তাঁর খে াঁচা। 'আরশোলা', 'ছারপোকা'রা দেশের ভিতরে শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন বলে ফের আক্রমণ করেছেন শুভেন্দু।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 2

এই ছোট্ট ৭ অভ্যাসই পারে দাম্পত্য জীবনে সুখ এনে দিতে

ভালোবাসার গল্পের শুরুটা প্রায়ই হয় রোমাঞ্চকর। প্রথম দেখা, প্রথম কথা, প্রথম হাত ধরা;সবকিছুই যেন কোনো রোমান্টিক সিনেমার দৃশ্য। কিন্তু কয়েক বছর পর? তখন ফুল, চকলেট কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া রোমান্টিক পোস্ট আর সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে না। তখন সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখে একেবারেই সাধারণ কিছু অভ্যাস। দীর্ঘস্থায়ী সুখী সম্পর্কের ভিত্তি আদতে বড় কোনো গোপন রহস্য নয়; বরং প্রতিদিনের ছোট ছোট আচরণ।



১. ছোট্ট একটা ধন্যবাদ

বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকার পর অনেকেই ধরে নেন, সঙ্গীকে আবার ‘ধন্যবাদ’ বলার কী আছে? কিন্তু দীর্ঘ ৪০-৫০ বছরের সুখী দাম্পত্যে থাকা অনেক দম্পতির অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো কথা বলে।এক কাপ চা বানানো, খাওয়ার পর দুজন মিলে বাসনকোসন ধোয়া, বাজার করা কিংবা দরজা বন্ধ করা;এমন ছোট কাজের জন্যও তাঁরা একে অপরকে ধন্যবাদ জানান। কারণ, সম্পর্কে সম্মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সম্পর্ককে ‘টেকেন ফর গ্রান্টেড’ হিসেবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

২. ঝগড়া হবে, তবে জেতার জন্য নয়

অনেকেই ভাবেন, সুখী দম্পতিরা খুব কম ঝগড়া করেন। বাস্তবতা ভিন্ন। সুখী সম্পর্ক মানে ঝগড়াহীন সম্পর্ক নয়; বরং মতবিরোধের পরও একে অপরকে সম্মান করা, দুজনে মিলে সমস্যার বিরুদ্ধে লড়া। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ‘আমি কি ঠিক?’ নয়; বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ‘আমরা কি সমস্যার সমাধান করছি?’

৩. সঙ্গীকে বদলানোর চেয়ে বুঝতে শিখুন

বিয়ের পর অনেকেই ভাবেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গী বদলে যাবে। বা সঙ্গীর এই নির্দিষ্ট স্বভাব বদলে যাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন সুখে থাকা দম্পতিরা বলেন, সঙ্গীকে তাঁর মতো করেই গ্রহণ করতে হয়।

৪. আলাদা মানুষ হয়েও একসঙ্গে থাকা

একটি সুস্থ সম্পর্কের মানে এই নয় যে দুজন ব্যক্তি সব সময় একই কাজ করবেন, একই বন্ধু থাকবে কিংবা একই রকম চিন্তা করবেন; বরং সুখী দম্পতিরা একে অপরের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করেন। নিজস্ব শখ, বন্ধুত্ব কিংবা ক্যারিয়ার;এসব সম্পর্ককে সুস্থ রাখে । কারণ, এসবই একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতা দেয়। আর একজন পরিপূর্ণ মানুষই আরেকজনের সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে পারেন।

৫. প্রতিদিন ৫ মিনিট

প্রতিদিন কয়েক মিনিট মন খুলে কথা বলার অভ্যাস সম্পর্ককে অনেক গভীর করে। আজ সারা দিন কেমন গেল, কী নিয়ে চিন্তা হচ্ছে, কোন বিষয়টা আনন্দ দিয়েছে;এসব ছোট ছোট কথাই আবেগকে প্রতিদিন বয়ে নিয়ে চলে।

৬. ক্ষমা করুন, ভুলে যান

ভুল হবেই। দীর্ঘদিন সুখে থাকা দম্পতিরা বলেন, প্রতিটি ভুলের জন্য সঙ্গীকে ‘আদালতের কাঠগড়া’য় দাঁড় করলে সম্পর্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই নিজের ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাইতে হবে, আবার ক্ষমা করতেও হবে।

৭. ভালোবাসা একটি দায়িত্ব, একটি সিদ্ধান্ত

অনেকে মনে করেন, ভালোবাসা কেবল একটা অনুভূতি। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ভালোবাসা আবেগের চেয়েও বেশি করে প্রতিদিনের সচেতন সিদ্ধান্ত, দায়িত্ব। আজও কি আমি সঙ্গীর পাশে দাঁড়াব? আজও কি আমি তাঁকে সম্মান করব? আজও কি আমি তাঁর কথা মন দিয়ে শুনব?এসব প্রশ্নের উত্তরে প্রতিদিন ‘হ্যাঁ’ বলতে পারাই দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের শক্তি।

বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকার পর অনেকেই ধরে নেন, সঙ্গীকে আবার ‘ধন্যবাদ’ বলার কী আছে? কিন্তু দীর্ঘ ৪০-৫০ বছরের সুখী দাম্পত্যে থাকা অনেক দম্পতির অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো কথা বলে। এক কাপ চা বানানো, খাওয়ার পর দুজন মিলে বাসনকোসন ধোয়া, বাজার করা কিংবা দরজা বন্ধ করা;এমন ছোট কাজের জন্যও তাঁরা একে অপরকে ধন্যবাদ জানান। কারণ, সম্পর্কে সম্মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সম্পর্ককে ‘টেকেন ফর গ্রান্টেড’ হিসেবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।অনেকেই ভাবেন, সুখী দম্পতিরা খুব কম ঝগড়া করেন। বাস্তবতা ভিন্ন। সুখী সম্পর্ক মানে ঝগড়াহীন সম্পর্ক নয়; বরং মতবিরোধের পরও একে অপরকে সম্মান করা, দুজনে মিলে সমস্যার বিরুদ্ধে লড়া। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ‘আমি কি ঠিক?’ নয়; বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ‘আমরা কি সমস্যার সমাধান করছি?’

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 3

বেহালার জলযন্ত্রণা কমাতে বড় নিকাশি প্রকল্প,

পুরভোটের আগে ৯ কিলোমিটার এলাকায় পাইপলাইন



পুরভোটের প্রস্তুতির আবহেই বেহালার দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যার মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার। ঠাকুরপুকুর, বকরা রোড, বরিশা এবং ডায়মন্ডহারবার রোড সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূগর্ভস্থ নিকাশি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হতে চলেছে।

প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পে ৯ কিলোমিটার এলাকায় পাইপলাইন বসানো হবে। পুরসভার হিসাব অনুযায়ী, এর সুফল পাবেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। এই এলাকার একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন কলকাতা পুরসভার আওতায় থাকলেও কার্যকর নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কোথাও খোলা নালা থাকলেও বহু জায়গায় বৃষ্টির জল বেরিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট পরিকাঠামো ছিল না। ফলে বর্ষায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যেত। ভারী বৃষ্টির সময়ে সেই জল দ্রুত নামার সুযোগ না থাকায় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ আরও বাড়ত। এ বার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই মাটির নীচে পাইপলাইন বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভার নিকাশি বিভাগ। মূল সড়ক ধরে পাইপ বসানোর একটি অংশের কাজ আগেই শেষ হয়েছে। এ বার সেই পরিকাঠামোর সঙ্গে এলাকার বিভিন্ন গলি এবং বসতিপূর্ণ অংশকে যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি বাড়িগুলিকে নিকাশি ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনাও রয়েছে। পুরসভা সূত্রের খবর, রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই কাজ শুরুর প্রস্তুতি চলছে।

পুরভোটের আগে এই উদ্যোগকে শুধু নাগরিক পরিষেবা সম্প্রসারণ হিসাবেই দেখছে না পুর প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে জল জমার অভিযোগ থাকা বেহালার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নিকাশি পরিকাঠামোর এই উন্নয়ন ভোটের আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেও সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, ক্ষ্মঅনেক বছর ধরে পুরসভার এলাকায় থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে এই অংশে নিকাশি পরিকাঠামো তৈরি করা যায়নি। নতুন পাইপলাইন হলে জল দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিকল্পিত ভাবে নিকাশি ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হবে।

পুরসভার দাবি, প্রকল্পটি শেষ হলে বৃষ্টির পরে জল জমে থাকার সময় অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে এত দিন যে সব এলাকায় সুয়ারেজ ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল, সেখানেও পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আসবে। ফলে আগামী বর্ষার আগে বেহালার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নাগরিক পরিষেবার চিত্র বদলের লক্ষ্যেই এগোচ্ছে পুরসভা।

থানায় কালীপুজো নিয়ে অনড় জগন্নাথ, বললেন 'যা বলেছি, বেশ করেছি'



থানায় কালীপুজো আয়োজন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই নিজের বক্তব্যে অনড় রইলেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। বিরোধীদের সমালোচনার মুখেও সোমবার তাঁর অবস্থান বদলায়নি। বরং তাঁর দাবি, থানায় কালীপুজো কোনও নতুন বিষয় নয়, পুলিশের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতির সঙ্গেই এর যোগ রয়েছে। জগন্নাথ বলেন, ক্ষ্মযা বলেছি বেশ করেছি। সঙ্গত কারণ আছে বলেই বলা হয়েছে। আজন্মকাল থানায় থানায় কালীপুজো হয়ে আসছে। পুলিশ সংস্কৃতির অঙ্গ থানায় কালীপুজো করা। বিতর্কের সূত্রপাত বীরভূমের সিউড়ি থানার একটি বিজয়া সম্মিলনী থেকে। জেলা পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে সেখানে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি থানায় সাড়ম্বরে কালীপুজোর আয়োজন করা উচিত।

তাঁর সেই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় চাপানউতোর। সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী সরাসরি আগের সরকারগুলির নীতির দিকে আঙুল তোলেন। তাঁর বক্তব্য, ভোটের রাজনীতিতে তোষণের পথ নিতে গিয়ে পুলিশের পুরনো এই রীতি বন্ধ করা হয়েছিল। জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জ্যোতি বসু যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, এই নিয়ে কোনওদিনই কোনও আগ্রহ দেখা ননি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পৃথক সংখ্যালঘু দপ্তর তৈরি করলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকেও আক্রমণ করে জগন্নাথের অভিযোগ, ভোটের স্বার্থে মুসলিমদের তোষণ করলেন মমতা। তখন উনি বলে দিলেন থানায় কালীপুজো করা যাবে না। বর্তমান সরকারকে টেনে তাঁর বক্তব্য, ক্ষ্মগত কালীপুজোয় মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তোলার ছবি দেখেছে গোটা রাজ্যের মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সনাতনী সরকারের আমলে এবার পুলিশকে তো তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মন্ত্রী অবশ্য এটিকে ধর্মীয় মেরুকরণের বিষয় হিসেবে দেখতে নারাজ। তাঁর যুক্তি, স্কুলে সরস্বতী পুজো যেমন বাঙালি সংস্কৃতির পরিচিত অংশ, থানায় কালীপুজোকেও তেমনই পুলিশের ঐতিহ্য হিসেবে দেখা উচিত। বিশেষ করে বীরভূমের সতীপীঠ-সংলগ্ন থানাগুলিতে এই আয়োজনের পক্ষে তিনি জোর দিয়েছেন। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ধর্মীয় আচার নিয়ে মন্ত্রীর এই অবস্থান অবশ্য বিতর্ক থামায়নি। বরং পুলিশি সংস্কৃতি, ধর্মীয় পরিচয় এবং সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান; তিনটি প্রশ্নই একই সঙ্গে সামনে এনে দিয়েছে এই মন্তব্য।

কলকাতায় বহুতল কার পার্কিংয়ের পরিকল্পনা



কলকাতার ব্যস্ত রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার সমস্যা কমাতে এ বার বহুতল কার পার্কিংয়ের দিকে এগোচ্ছে রাজ্য। বাণিজ্যিক কেন্দ্র, বড় হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড এবং মেট্রো টার্মিনালের মতো জায়গাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা নিটকন লিমিটেডের সঙ্গে দু'টি পৃথক সমঝোতাপত্র করেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। রাজ্যের পরিকল্পনা শুধু পার্কিংয়ের জায়গা বাড়ানোয় সীমাবদ্ধ থাকছে না। কোথায় কতটা প্রয়োজন, কতগুলি কেন্দ্র করা সম্ভব এবং তার জন্য কত জমি লাগবে;আগে তার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হবে। সেই সমীক্ষার ভিত্তিতেই প্রকল্পের সংখ্যা, ব্যয় এবং বিনিয়োগের কাঠামো চূড়ান্ত হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি বা পিপিপি মডেলে কাজটি করার কথা। পরিকল্পনার আর একটি দিক প্রযুক্তিনির্ভর। প্রস্তাবিত পার্কিং কেন্দ্রগুলিতে 'স্মার্ট পার্কিং' ব্যবস্থা থাকবে। ফলে কোথায় খালি জায়গা রয়েছে, তা আগেই জানতে পারবেন গাড়িচালকেরা। প্রশাসনের আশা, এতে রাস্তার ধারে যথেচ্ছ গাড়ি রাখার প্রবণতা কমবে। যান চলাচলের জায়গা বাড়ার পাশাপাশি পথচারীদের চলাচলও নিরাপদ হবে। এই উদ্যোগের সঙ্গে কলকাতার চেহারা বদলের পরিকল্পনাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধান রাস্তা, ঐতিহ্যবাহী এলাকা, পার্ক, বাজার এবং গঙ্গার ঘাটের আশপাশে নতুন করে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। বিভিন্ন মোড় ও রাস্তার ডিভাইডারের জন্য আলাদা নকশা তৈরির কাজ চলছে। শহরের উপর দিয়ে ছড়িয়ে থাকা তারের জট সরানোর জন্যও পৃথক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, গাড়ির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে পার্কিংয়ের চাপও বাড়ছে। পিপিপি মডেলে জমির কার্যকর ব্যবহার এবং স্মার্ট প্রযুক্তি একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে যানজট কমানোর পাশাপাশি পুরসভার কর-বহির্ভূত আয়ও বাড়ানো সম্ভব। অর্থাৎ, সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের বদলে কলকাতার পার্কিং ব্যবস্থাকে একটি সংগঠিত পরিকাঠামোয় আনার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে নবান্ন। শহরের সীমিত জমিতে গাড়ির চাপ সামলাতে বহুতল পার্কিং কতটা কার্যকর হয়, এখন নজর সেদিকেই।

বছর শেষের আগেই ফের জনকল্যাণ শিবির, এ বার পঞ্চায়েত ও ওয়ার্ডে পরিষেবা



সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে যাতে মানুষকে বার বার দফতরের দরজায় ছুটতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই ফের রাজ্যজুড়ে জনকল্যাণ শিবির করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে যাতে মানুষকে বার বার দফতরের দরজায় ছুটতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই ফের রাজ্যজুড়ে জনকল্যাণ শিবির করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বছর শেষ হওয়ার আগেই তিন দিনের এই কর্মসূচি হবে। তবে এ বার শিবিরের ধরন বদলাচ্ছে। বিডিও অফিসের বদলে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এবং শহরে ওয়ার্ড স্তরেই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত শনিবার গড়বেতায় বিজেপির সভায় এই কর্মসূচির কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণায় স্পষ্ট, সরকারি পরিষেবা আরও স্থানীয় স্তরে নিয়ে যাওয়াই এ বারের শিবিরের মূল লক্ষ্য। ফলে সরকারি প্রকল্পে আবেদনের জন্য দূরের দফতরে যাওয়ার ঝক্কি কমবে বলেই প্রশাসনের আশা। শুভেন্দু বলেন, এ বার বিডিও অফিসে নয়, গ্রামীণ এলাকায় অঞ্চলে ও শহর এলাকায় ওয়ার্ড ভিত্তিক শিবির বসবে। তাঁর বক্তব্য

অনুযায়ী, বার্ধক্য ভাতার আবেদনও এই শিবিরে করা যাবে। পাশাপাশি আগে সেবা সেতু শিবিরে আবেদন করা ব্যক্তিদেরও পরবর্তী সময়ে বার্ধক্য ভাতার আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলবে। গত জুনে প্রথম দফায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চার দিন ধরে জনকল্যাণ শিবির হয়েছিল। সেখানে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের জন্য আবেদন জমা পড়ে। সেই অভিজ্ঞতার পর এ বার কর্মসূচিকে আরও নিচের স্তরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। শুধু নতুন আবেদন নেওয়াই নয়, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের পরিধি বাড়ানোর ইঙ্গিতও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গড়বেতার সভায় তিনি জানান,

আগামী বাজেটে বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে।

ফলে নতুন শিবিরে আবেদনকারীদের পাশাপাশি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার জন্য আবেদন করা মানুষও নজরে থাকবেন। রাজনৈতিক কর্মসূচির মঞ্চ থেকে জনকল্যাণ শিবিরের ঘোষণা হলেও এর প্রভাব সরাসরি পড়বে সাধারণ মানুষের উপর।

বিশেষ করে গ্রামীণ প্রবীণ এবং শহরের নিম্নআয়ের মানুষের কাছে স্থানীয় স্তরে আবেদন করার সুযোগ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে পারে। তিন দিনের এই শিবিরের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 4

সম্পাদকীয়

৩ নভেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

অচেনারাই আপনজন

বিয়ের আসরে আত্মীয়স্বজনের ভিড় থাকবে, চারদিকে হাসি-আনন্দের রোল উঠবে, শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদে ভরে উঠবে নবদম্পতির জীবন এমন স্বপ্ন দেখেন প্রায় প্রত্যেকেই। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা সব সময় স্বপ্নের মতো হয় না। কারও জীবনে আত্মীয়ের অভাব থাকে, কারও পাশে দাঁড়ানোর মতো মানুষও মেলে না। অথচ চিনের এক যুবকের জীবনে সেই অভাবই একদিন পরিণত হল অবিশ্বাস্য এক ভালোবাসার গল্পে। রক্তের সম্পর্ক নেই, পূর্বপরিচয় নেই, কোনও আত্মীয়তার বন্ধনও নেই। তবুও সোশ্যাল মিডিয়ায় একটিমাত্র আবেদনে সাড়া দিয়ে বিয়ের আসরে হাজির হলেন একদল অচেনা মানুষ। শুধু উপস্থিতি দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি তাঁরা, বরং এমন উপহার দিলেন, যা কল্পনাকেও হার মানায়। নবদম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হল বিলাসবহুল মার্সিডিজ মেবাখ! সঙ্গে বিয়ের গাড়ির গোটা বহর। সত্যিই, কখনও কখনও রক্তের সম্পর্কের চেয়েও মানবিকতার বন্ধন যে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, এই ঘটনা তারই অনন্য দৃষ্টান্ত।

জানা গিয়েছে, ওই যুবকের শৈশব কেটেছে গভীর পারিবারিক শূন্যতার মধ্যে। প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময়ই বাবাকে হারান তিনি। এরপর তাঁর মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে দাদা ও তিনি একে অপরের অবলম্বন হয়ে ওঠেন। ছোটবেলা থেকেই জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। অন্যদের মতো পারিবারিক স্নেহ, আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা কিংবা উৎসবের আনন্দ খুব একটা জোটেনি জীবনে। তবুও থেমে থাকেননি। নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করেই এগিয়ে গিয়েছেন। ধীরে ধীরে অর্থ সঞ্চয় করেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন এবং অবশেষে ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।কিন্তু বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছিল, ততই একটি বিষয় তাঁকে ভাবিয়ে তুলছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানে কাদের আমন্ত্রণ জানাবেন? আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। যে বিয়ের আসর সাধারণত পরিবারের মানুষে পরিপূর্ণ থাকে, সেখানে অতিথির অভাবে ফাঁকা থেকে যাবে আনন্দের জায়গাটি।

জীবনের এত বড় মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানোর মতো মানুষের অভাব তাঁকে ব্যথিত করেছিল। কিন্তু হাল ছাড়েননি ওই যুবক। শেষ পর্যন্ত এমন এক সিদ্ধান্ত নিলেন, যা বদলে দিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনটিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের জীবনের কথা তুলে ধরে অচেনা মানুষদের বিয়েতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। হয়তো ভেবেছিলেন, কয়েকজন সহৃদয় মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন। কিন্তু সেই আবেদনের জবাবে যে অভূতপূর্ব সাড়া মিলবে, তা বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।এরপর যা ঘটল, তা যেন কোনও সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। একে একে এগিয়ে এলেন অচেনা মানুষজন।

কেউ বিয়ের রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে হাজির হলেন, কেউ আবার বিনা পারিশ্রমিকে রান্নার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। কেউ বাড়ি সাজানোর কাজে হাত লাগালেন, কেউ বিয়ের আয়োজনকে সুন্দর করে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয়, বিয়ের আনন্দকে আরও রাজকীয় করে তুলতে জোগাড় করা হল গাড়ির গোটা বহর। আর সবশেষে চমক হিসেবে নবদম্পতির জন্য উপহার এল একটি বিলাসবহুল মার্সিডিজ মেবাখ। যে যুবকের জীবনে একসময় আত্মীয়স্বজনের অভাব ছিল, তাঁর বিয়ের আসরেই তখন অচেনা মানুষের ঢল। একে অপরের সঙ্গে কোনও পূর্বপরিচয় না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকে যেন হয়ে উঠলেন একই পরিবারের সদস্য।ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই আবেগে ভাসেন নেটিজেনরা। হাজার হাজার মানুষ এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

শিক্ষক যখন রাজনীতির ময়দানে,
প্রশ্নের মুখে শিক্ষার স্বাতন্ত্র

যে হাতে চক থাকার কথা, সেই হাত দলীয় পতাকার ভারে ক্লান্ত হোক, এমনটা কখনও কাম্য নয়। শিক্ষকের পরিচয় তাঁর জ্ঞান, আদর্শ ও শিক্ষাদানের মধ্যেই উজ্জ্বল থাকুক, বিদ্যালয়ের আঙিনায় রাজনীতির ছায়া নয়, জ্ঞানের আলোই প্রাধান্য পাক। লিখছেন **দেবরাজ সাহা**



শিক্ষা কোনও ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চ নয়, কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারক্ষেত্রও নয়। শিক্ষা এমন এক পবিত্র ও স্বতন্ত্র পরিসর, যেখানে একটি শিশুর মনন গড়ে ওঠে, চিন্তার স্বাধীনতা বিকশিত হয় এবং আগামীর নাগরিক তৈরি হয়। এই নির্মাণযজ্ঞের অন্যতম প্রধান কারিগর শিক্ষক। তাঁর হাতে কেবল পাঠ্যবইয়ের দায়িত্ব থাকে না, থাকে একটি প্রজন্মের চিন্তা, চেতনা ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের গুরুদায়িত্ব। তাই একজন শিক্ষকের সর্বাগ্রে পরিচয় হওয়া উচিত তাঁর শিক্ষকসত্তা। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুশীলনকেন্দ্র হয়ে উঠুক, তা কখনও কাম্য হতে পারে না।

শিক্ষা কোনও ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চ নয়, কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারক্ষেত্রও নয়। শিক্ষা এমন এক পবিত্র ও স্বতন্ত্র পরিসর, যেখানে একটি শিশুর মনন গড়ে ওঠে, চিন্তার স্বাধীনতা বিকশিত হয় এবং আগামীর নাগরিক তৈরি হয়। এই নির্মাণযজ্ঞের অন্যতম প্রধান কারিগর শিক্ষক। তাঁর হাতে কেবল পাঠ্যবইয়ের দায়িত্ব থাকে না, থাকে একটি প্রজন্মের চিন্তা, চেতনা ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের গুরুদায়িত্ব। তাই একজন শিক্ষকের সর্বাগ্রে পরিচয় হওয়া উচিত তাঁর শিক্ষকসত্তা। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুশীলনকেন্দ্র হয়ে উঠুক, তা কখনও কাম্য হতে পারে না। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভবিষ্যতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না। এমনকি পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা কিংবা লোকসভা;কোনও স্তরের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না তাঁরা। সরকারের এই উদ্যোগকে আমি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করি। কারণ শিক্ষকতা এমন একটি পেশা, যেখানে একাগ্রতা, সময়ানুবর্তিতা, পেশাগত নিষ্ঠা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ অপরিহার্য। এই পেশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ নির্বাচনী রাজনীতির সংঘাত তৈরি হলে তার প্রভাব শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশের উপর পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। একজন শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সামনে বসে থাকে বিভিন্ন পরিবার, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে উঠে আসা একদল শিক্ষার্থী। কিন্তু শিক্ষকের কাছে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমান। সেখানে দলীয় পরিচয়, রাজনৈতিক আনুগত্য কিংবা মতাদর্শগত বিভাজনের কোনও স্থান থাকা উচিত নয়। একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকতেই পারে। তিনি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের ও সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাববেন, নিজের মতামত পোষণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেন কখনও শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হয়ে না ওঠে। কারণ বিদ্যালয় কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র নয়; এটি মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীরা কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তারা শিক্ষকের আচরণ, মূল্যবোধ, মনোভাব, দায়িত্ববোধ এবং জীবনযাপনের মধ্য দিয়েও প্রতিনিয়ত শিক্ষা লাভ করে। একজন শিক্ষক যখন বিদ্যালয়ের বাইরের রাজনৈতিক ব্যস্ততাকে তাঁর পেশাগত দায়িত্বের সমান্তরালে নিয়ে চলেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই দায়িত্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একজন জনপ্রতিনিধির কাছে মানুষের প্রত্যাশা থাকে জনসংযোগ, পরিষেবা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের। অন্যদিকে একজন শিক্ষকের কাছেও প্রত্যাশা থাকে শিক্ষার্থীদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ এবং বিদ্যালয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন দায়বদ্ধতা। দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে সংঘাত তৈরি হলে তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত পড়ুয়াদের উপরই পড়তে পারে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারের এই উদ্যোগের পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করছে, তাকে আমি অযৌক্তিক বলে মনে করি না।তবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও মতামত জড়িয়ে রয়েছে। যদি শিক্ষাঙ্গনকে প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই নীতির প্রয়োগে সামঞ্জস্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেবল ভবিষ্যতে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে, অথচ বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান থাকবে;এমন নীতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ পুরোনো হোক কিংবা নতুন, প্রত্যেক শিক্ষকই একই শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ, একই শ্রেণিকক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং একই প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে নীতিগত বিভাজন থাকা কতটা যুক্তিসংগত? আমার মতে, যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া, স্বচ্ছ বিধি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই নীতি বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রেও সমভাবে বিবেচনা করা উচিত। কোনও সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য যদি হয় শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা, তবে তার প্রয়োগেও সমতার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। নতুনদের জন্য এক নিয়ম, পুরোনোদের জন্য অন্য নিয়ম;এমন দ্বৈত নীতি দীর্ঘমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারে।এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। রাজনীতি থেকে দূরে থাকা মানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নয়। একজন শিক্ষক সমাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করবেন, সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। শিক্ষকদের পেশাগত অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠিত হওয়া, শিক্ষার উন্নয়নে দাবি জানানো, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যা তুলে ধরা কিংবা প্রশাসনের কাছে ন্যায্য দাবি পেশ করার অধিকার অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত। কারণ শিক্ষার স্বার্থে প্রতিবাদ করা কখনও শিক্ষার পরিপন্থী হতে পারে না। বরং অনেক সময় সেই প্রতিবাদই শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সুস্থ ও শক্তিশালী করে তোলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা কেবল একটি প্রশাসনিক নীতি নয়, এটি শিক্ষার মৌলিক পরিবেশ রক্ষার অন্যতম শর্ত। কোনও শিক্ষার্থী যেন তার পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে বিদ্যালয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা অবহেলিত মনে না করে। কোনও শিক্ষক যেন নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি না করেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যেন দলীয় প্রভাব, রাজনৈতিক বিভাজন কিংবা ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় কলুষিত না হয়। শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে মুক্তচিন্তা, যুক্তিবোধ, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা এবং জ্ঞানচর্চার মধ্যে। সেখানে রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরিচয়ই সর্বাধিক গুরুত্ব পাক।পাশাপাশি সরকারের কাছে প্রত্যাশা থাকবে, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই রকম আন্তরিকতা ও তৎপরতা দেখানো হোক। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষকদের পরিষেবাগত নিরাপত্তা, গ্রামীণ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি এই বিষয়গুলিও সমান গুরুত্ব দাবি করে। কারণ কেবল রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হলেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত উদ্যোগ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষা এবং ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ। আমরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যেখানে শিক্ষক তাঁর সমস্ত মনোযোগ ও নিষ্ঠা দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবেন। যেখানে বিদ্যালয়ের দেওয়ালে রাজনৈতিক বিভাজনের ছাপ থাকবে না, শ্রেণিকক্ষে দলীয় আনুগত্যের কোনও প্রভাব থাকবে না। যেখানে শিক্ষার্থীরা শিখবে প্রশ্ন করতে, যুক্তি দিয়ে ভাবতে, ভিন্নমতকে সম্মান করতে এবং সর্বোপরি একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে। আমার বিশ্বাস, একজন শিক্ষকের প্রকৃত মর্যাদা কোনও রাজনৈতিক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না; তা প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর জ্ঞান, কর্ম, নিষ্ঠা ও আদর্শের মধ্য দিয়ে। তিনি যত বেশি শিক্ষাদানে নিবেদিত থাকবেন, তত বেশি সমৃদ্ধ হবে আমাদের সমাজ ও আগামী প্রজন্ম। তাই শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে সরকারের এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তবে সেই উদ্যোগের নীতি, পরিধি ও প্রয়োগে সামঞ্জস্য এবং সমতা থাকা আবশ্যক। শিক্ষার স্বার্থে যে নীতি গ্রহণ করা হবে, তা যেন কোনও নির্দিষ্ট নিয়োগকাল বা শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর ন্যায়সংগত অবস্থান গ্রহণ করে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দাঁড়ানোর নয়; প্রশ্নটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে। রাজনীতি তার নিজস্ব পরিসরে থাকুক, শিক্ষা থাকুক তার স্বতন্ত্র মর্যাদায়। শিক্ষক হোন শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শক, কোনও রাজনৈতিক শিবিরের প্রতিনিধি নন।

কারণ একটি বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার রাজনৈতিক অবস্থান নয়, তার শিক্ষার মান ও আদর্শ। যে হাতে চক থাকার কথা, সেই হাতে দলীয় পতাকা নয় থাকুক আগামী প্রজন্মের স্বপ্ন গড়ার দায়িত্ব। বিদ্যালয়ের আঙিনায় রাজনৈতিক স্লোগান নয়, প্রতিধ্বনিত হোক জ্ঞানচর্চার শব্দ। কারণ একটি জাতির ভবিষ্যৎ কোনও রাজনৈতিক পতাকার ছায়ায় নয়, শিক্ষার আলোতেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিকশিত হয়।

লেখক-বিশিষ্ট গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 5

ফালাকাটায় পুলিশের মেগা অভিযান !

উদ্ধার ১.১৭ লক্ষ কেজি সুপারি, গ্রেফতার ৩

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার

ঃফালাকাটায় বেআইনি সুপারি মজুত ও চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যকে কাজে লাগিয়ে সোমবার রাতে ফালাকাটা থানা এলাকার একাধিক গুদামে একযোগে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ দল।

অভিযান চালিয়ে মোট ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২০০ কেজি বেআইনি সুপারি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।অভিযান চলাকালীন স্থান থেকেই প্রথমে বাপন সাহা ও সুজন বর্মন নামে দু'জনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাঁদের সূত্র ধরে নীলকমল সাহা নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তদের আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দু'জনকে ৩ দিন এবং একজনকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। আলিপুরদুয়ারের জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ জানান, ফালাকাটার এই বিশাল চোরাচালান চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিকে ফালাকাটায় এই বিশাল পরিমাণ সুপারি উদ্ধারের পর বিষয়টি নিয়ে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বেআইনি বাণিজ্য ও সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান জানানোর পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের এই তৎপরতার প্রশংসা করেন। তবে খবরের বিবরণীতে রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি বা পদবির জটিলতা থাকলেও, বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের বার্তাটি স্পষ্ট।তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ সুপারি মজুত ও পাচারের পেছনে নেপাল এবং মায়ানমারের মতো আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের সরাসরি যোগ থাকতে পারে। এই বিশাল পরিমাণ সুপারি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।



মঙ্গলবাড়ি রেলগেটে ফ্লাইওভার তৈরি, উচ্ছেদ অভিযানে ভাঙল দোকানপাট

নয়া জামানা, মালদহ ঃ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা মেটাতে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু করেছে রাজ্য পূর্ত দপ্তর। এই নির্মাণকাজকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন রাজ্য সড়কের জমি জবরদখল করে গড়ে ওঠা একাধিক দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তর সূত্রের খবর, প্রতিদিনের চরম যানজট থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতেই এই ফ্লাইওভার তৈরির উদ্যোগ। সড়ক সম্প্রসারণ ও ফ্লাইওভারের জন্য চিহ্নিত জমি খালি করতে কয়েক মাস আগেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের লিখিত নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বউদ্যোগে দোকান সরিয়ে নিতে বলা হয়, অন্যথায় উচ্ছেদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। দুর্গাপুজোর কথা মাথায় রেখে তৎকালীন সময়ে অভিযান স্থগিত থাকলেও, পুজো মিটতেই পূর্ত দপ্তর মঙ্গলবার সরাসরি ময়দানে নামে। যাঁরা দোকান সরাননি, তাঁদের কাঠামো বুলডোজার এনে ভেঙে ফেলা হয়। অন্যদিকে, এই অভিযানে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, কালীপুজোর পর উচ্ছেদ চালানো হবে বলে জানানো হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই আচমকা এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর ফলে তাঁদের রুজি-রোজগার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে সংসার চালানো নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে।



জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণ রক্ষায় জোরদার নিরাপত্তা ও তল্লাশি অভিযান

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং জঙ্গলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে নজরদারি ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ। চোরাশিকারিদের গতিবিধি রুখতে এবং বনাঞ্চলের সুরক্ষায় একাধিক স্তরে বিশেষ তল্লাশি ও টহলদারি অভিযান শুরু করেছে বনদপ্তর। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় উদ্যানের সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে দিনরাত কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জঙ্গলের গভীরে পায়ে হেঁটে পরিদর্শনের পাশাপাশি চলছে নিয়মিত রুট মার্চ এবং রাতের বিশেষ টহলদারি। স্থলপথের পাশাপাশি বনের দুর্গম এলাকাগুলিতে চোরাশিকারিদের নজরদারি চালাতে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।এই বিশেষ নিরাপত্তা অভিযানে বনদপ্তরের সামনের সারির কর্মীদের পাশাপাশি যৌথভাবে ময়দানে নেমেছে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম, স্টেট আর্মড পুলিশ এবং প্রশিক্ষিত ডগ স্কোয়াড। জঙ্গল লাগোয়া সড়ক ও সীমান্ত এলাকাগুলিতেও নজরদারি ব্যাপক বাড়ানো হয়েছে। চিলাপাতা ও কোদালবস্তি বন চেকপোস্টে প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ নিয়ে বিশেষ নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে নিমতি আউটপোস্ট সংলগ্ন এলাকাতেও সন্দেহভাজন যানবাহনগুলিতে তল্লাশি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং একাধিক বাহিনীর এই সমন্বিত উদ্যোগের ফলে জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণী শিকার পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে বনদপ্তর আশাবাদী।



বাঁকুড়ায় দুর্গাপুজোয় ১১ কোটির মদ বিক্রি

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে দাম বৃদ্ধি, জোগানের টান এবং একদিন দোকান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বাঁকুড়া জেলায় মদ বিক্রিতে তৈরি হয়েছে নতুন রেকর্ড। প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, গত বছর পুজোর চার দিনে জেলায় প্রায় ৬ কোটি টাকার মদ বিক্রি হলেও, এ বছর তা এক লাফে পৌঁছে গেছে প্রায় ১১ কোটি টাকায়, যা গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। গ্রাম থেকে শহর; সর্বত্রই দেশি ও বিদেশি উভয় প্রকার মদের তুঙ্গ চাহিদা দেখা গেছে। ব্যবসায়ীদের মতে, নবমীর দিনে সবচেয়ে বেশি মদ বিক্রি হয়েছে।এই রেকর্ড বিক্রির পেছনে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের লাগাতার অভিযানকেই প্রধান কারণ বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী মহল। পুজোর আগে জেলাজুড়ে অবৈধ মদের ঠেক, হাইওয়ের ধারের ধাবায় বেআইনি ক্রেতারা বৈধ সরকারি দোকানমুখী হতে বাধ্য হয়েছেন।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 6

ওন্দা থানার বড় সাফল্য, ৬ কেজির বেশি গাঁজা সহ গ্রেফতার ১



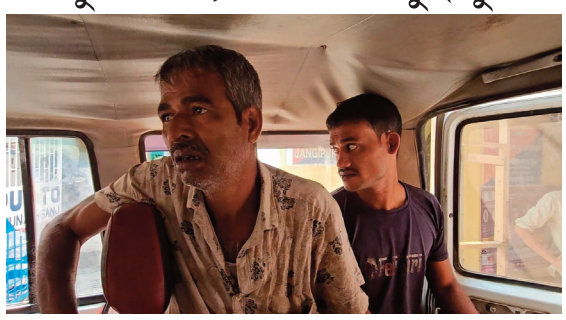
নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযানে এক বড় সাফল্য অর্জন করেছে। গত সোমবার রাতে গোপন সূত্রের খ বরের ভিত্তিতে বালিগুমা রোড এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এই সফল অভিযানে পুলিশ সন্দেহভাজন এক মোটরবাইক আরোহীকে আটক করে এবং তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৬.৩৫০ কেজি অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করে।উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য বাজেটভুক্ত করার পাশাপাশি ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হয়েছে।বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, সমাজে মাদক পাচার রোধ এবং তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে এই ধরনের কঠোর অভিযান আগামী দিনেও অবিরামভাবে জারি থাকবে। পুলিশের এই তৎপরতায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে এবং সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

বকেয়া বেতন ও চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আইটিসিআরপি কর্মীদের বিক্ষোভ



নয়া জামানা, মালদহ ঃ বকেয়া বেতন এবং মোবাইল রিচার্জের খ রচ প্রদান সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার মালদায় তীব্র আন্দোলনে নামলেন ইনফরমেশন টেকনোলজি কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন-এর মহিলা কর্মীরা। জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন জেলা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের গাড়ি আটকে তাকে ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানান তারা। এর ফলে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলে শেষ পর্যন্ত পুলিশ গিয়ে আধিকারিককে উদ্ধার করে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত তিন বছর ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করলেও তাদের প্রতিশ্রুতিমতো মোবাইল রিচার্জের খরচ দেওয়া হয়নি এবং দীর্ঘদিন ধরে বেতনও বকেয়া রাখা হয়েছে। তারা অবিলম্বে সমস্ত পাওনা মেটানো ও কাজের স্থায়ীকরণের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, দপ্তরের আধিকারিক জানান যে কেবল চলতি বছরের বেতন বকেয়া রয়েছে এবং তা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

গরু পাচারের অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জে যৌথ অভিযান বিএসএফ-পুলিশের, গ্রেফতার দুই যুবক



রঘুনাথগঞ্জ ঃ সীমান্তবর্তী এলাকায় গরু পাচারের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল বিএসএফ ও জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে রঘুনাথগঞ্জের রায়চক বোলতলা গ্রামে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ইমদাদুল শেখ ওরফে এমজা এবং মতি শেখ। দুজনেরই বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়চক বোলতলা গ্রামে। সোমবার রাতে তাঁদের বাড়ি থেকে আটক করার পর গ্রেফতার করা হয়।মঙ্গলবার ধৃতদের শারীরিক পরীক্ষার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তদন্তকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবর্তী এলাকায় গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই দুই যুবক। পাশাপাশি মাদক-সহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ সামগ্রী বাংলাদেশে পাচারের সঙ্গেও তাঁদের যোগ থাকতে পারে বলে সন্দেহ। পাচারচক্রের গতিবিধির উপরে নজরদারি চালানোর সময় তাঁদের সম্পর্কে তথ্য পান বিএসএফ ও পুলিশকর্মীরা। তার পরেই যৌথ অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়।যদিও ধৃতদের পরিবারের সদস্যেরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, দুই যুবকই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। কোনও ধরনের পাচারকার্যের সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই।ধৃতদের সঙ্গে কোনও বড় পাচারচক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার পিছনে আরও কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় সক্রিয় পাচারচক্রের অন্য সদস্যদের সন্ধান পাওয়ার দিকেও নজর রয়েছে পুলিশের।সীমান্ত এলাকায় পাচার রুখতে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি মহারানী, বোর্ড গঠন ঘিরে উত্তেজনা



ইসলামপুর ঃ সমস্ত জল্পনার অবসান। ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিজেপির মহারানী বিশ্বাস। মঙ্গলবার বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে দিনভর উত্তেজনা ছড়াল ইসলামপুরের বিডিও অফিস চত্বরে। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে তৎকালীন সভাপতি বিনীতা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। তার পর থেকেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের রাজনৈতিক অবস্থান ঘিরে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়। সদস্যদের একাংশ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দিকে এবং অন্য অংশ এনসিপিআইয়ের শ্যামল গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ফলে নতুন বোর্ড গঠন নিয়ে শুরু হয় জল্পনা।মঙ্গলবার বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বিজেপি নেতা চিত্রজিৎ রায় ও সঞ্জীব ভাওয়ালের নেতৃত্বে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সদস্যেরা পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, সেই সময় এনসিপিআইয়ের শ্যামল গোষ্ঠীর লোকজন তাঁদের পথ আটকে দেন। তা নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিডিও অফিস চত্বরেও।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি নেতা চিত্রজিৎ রায়। তাঁর অভিযোগ, সদস্যদের বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বাধা দেওয়া হলেও পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করেনি।পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির দুজন সদস্য থাকা সত্ত্বেও মহারানী বিশ্বাসের উপর আস্থা রাখা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। শেষ পর্যন্ত তাঁকেই নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে বোর্ড গঠন ঘিরে সংঘর্ষ এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর অব্যাহত।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 7

গান্ধী পরিবারের আলোয় উজ্জ্বল নেহা !



এক সময় দেশের বামপন্থী যুবসমাজের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন কানহাইয়া কুমার। জ্বালাময়ী বক্তৃতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে রাতারাতি জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল। ছাত্র আন্দোলনের ময়দান থেকে উঠে এসে অল্প সময়েই তৈরি করেছিলেন নিজস্ব পরিচিতি। কিন্তু কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর ক্রমশ হারিয়ে যান 'বামপন্থী' কানহাইয়া। তাঁকে ঘিরে এক সময় কংগ্রেসে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, এখন সেই দলের অন্দরেই তিনি কার্যত 'গুরুত্বহীন'। তাঁর জায়গায় এখন উত্থান ঘটছে আরও এক বামপন্থীর। তিনি হলেন নেহা বোরা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এখন গোটা দেশের ছাত্র আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছেন তিনি। বেড়েছে গান্ধী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও। নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন নেহা। সেই সময় পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে তিনি রাজধানীতে ২৩ দিনের অনশনেও অংশ নেন। দীর্ঘ অনশনের কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। তবে তাঁদের আন্দোলন সফল হয়েছে। কার্যত চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তারপর একাধিক আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা)-এর সর্বভারতীয় সভাপতি। এই মুহূর্তে দেশের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছেন উত্তরাখণ্ডের কন্যা। এই মুহূর্তে নেহা জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখও বটে। ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র আন্দোলনের শরিক। আবার তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'ইন্ডি' জোটের জ্ঞানেশ বিরোধী আন্দোলনেও শামিল হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাহুল তাঁকে ঠেলে দিয়েছেন সামনের সারিতে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দু'জন। তাছাড়া বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে আটকও হয়েছেন নেহা। গত শনিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে নকল সংসদ কর্মসূচি এবং তারপর রবিবার দিল্লি রামলীলা ময়দানে 'ইন্ডি' জোটের সমাবেশেও বক্তৃতা করার সুযোগ পান নেহা। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি, আগুনঝরা ভাষণে তিনি নির্বাচন কমিশন এবং নরেন্দ্র মোদি সরকারের সমালোচনায় মুখর হন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরোধীদের এই সমাবেশে 'ব্রাত্য' এক সময়ের মঞ্চ কাঁপানো কানহাইয়া। শুধু তাই নয়, সুযোগ পাচ্ছেন না কংগ্রেসেরই অন্যান্য ছাত্র-যুব নেতারা। যা নিয়ে দলের অন্দরেই শুরু হয়েছে চর্চা। সিপিআই নেতা কানহাইয়াকে একসময়ে হাত ধরে কংগ্রেসে এনেছিলেন রাহুল। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে লড়েও ছিলেন তিনি। কিন্তু শোচনীয় পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল কানহাইয়াকে। পরে তাঁকে দলের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআইয়ের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ। হাত শিবিরের একটি সূত্রের বক্তব্য, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এনএসইউআইয়ের হারের পর কানহাইয়ার উপর ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে দলের জন্য একটি আসনও ঝুলিতে আনতে পারেননি এই কানহাইয়া। এরপর থেকেই দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও কিছুটা বেড়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, কানহাইয়ার সেই শূন্যস্থান এখন পূরণ করছেন বামপন্থী নেহা। এদিকে নেহার সঙ্গে এই 'ঘনিষ্ঠতা' ভালো চোখে দেখছেন না কংগ্রেসেরই একাংশ। দলের এই 'বামপন্থী ঝোঁকে' অস্বস্তিতে কিছু প্রবীণ নেতা। তাছাড়া সমালোচকদের একাংশ আইসা-কে 'উগ্রপন্থী' বলেও অভিহিত করেন।

আবার ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, নিজেদের স্বার্থে 'তরুণ তুর্কী'দের কাছে টানা কংগ্রেসের বহু পুরনো চাল। প্রয়োজন ফুরোলে তাঁদের ছুড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা বোধ করে না গান্ধী পরিবার। আর এই ফাঁদেই একসময়ে পড়েছিলেন কানহাইয়া। এখন তিনি গুরুত্বহীন। এবার হাত শিবিরের নজরে নেহা। অনেকে তাঁকে 'নতুন কানহাইয়া' বলেও অভিহিত করছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কানহাইয়া যে 'ফাঁদে' পড়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন, সেই পরিচিত কংগ্রেসি 'ফাঁদ' কি এড়াতে পারবেন নেহা? নাকি তিনিও বলির পাঁঠা হবেন? তবে এখানে আরও একটি জটিলতা রয়েছে। বাম যুবনেত্রী নেহা উমর খালিদের মুক্তির জন্য জোরাল সওয়াল করেন। যদি তিনি পরে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন, তাহলে বিজেপি এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করবে না। উমর খালিদ ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসকে ফের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর দল হিসাবে তুলে ধরবে।

অতীতে কানহাইয়ার বিরুদ্ধেও এই একই কৌশল অবলম্বন করেছিল গেরুয়া শিবির। তবে আপাতত নেহা-কংগ্রেস সমীকরণ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই দেখার।

পুণের জটে এবার গোলাপি গতির মলম



নিত্যদিনের চেনা যানজটে হাঁসফাঁস করা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের জন্য অবশেষে মিলতে চলেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুরাহা। চাকার তলায় সময় নষ্টের সেই পুরনো যন্ত্রণা কমাতে এবার পথে নামছে পুণে মেট্রোর 'গোলাপি লাইন'। মঙ্গলবার দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের সাহায্যে প্রায় ২১,৮০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ মেট্রো প্রকল্পের সূচনা এবং শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর সাড়ে ১২টায় এই অনুষ্ঠানের পর্দা উঠবে, এবং সেখানেই বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। আট হাজার তিনশো কোটি টাকারও বেশি খরচে তৈরি হওয়া প্রায় ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গোলাপি পথ বা তিন নম্বর লাইনটি জুড়বে মান থেকে জেলা আদালত চত্বরকে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিঞ্জেওয়াড়ির সঙ্গে শিবাজিনগরের দূরত্ব আর দীর্ঘ সময়ের খাঁচায় বন্দি থাকবে না। চাকুরিজীবীদের নিত্যযাত্রার দুর্ভোগ মেটানোর পাশাপাশি পথচলতি গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে দূষণ কমাতেও সাহায্য করবে এই পথ।

তবে এই করিডোরের সবচেয়ে বড় চমক রয়েছে চালকের কেবিনে; গোটা লাইনের ট্রেন পরিচালনার পুরো দায়িত্বই সামলাবেন মহিলা চালকেরা। একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ভাবনার নজির গড়ে এই মেট্রোপথের প্রায় তিরিশ শতাংশ বিদ্যুতের জোগান আসবে সৌরশক্তি থেকে।

শুধু বর্তমানের স্বস্তি নয়, শহরের ভবিষ্যতের দ্রুতগতির রূপরেখাও একই মঞ্চে চূড়ান্ত রূপ পেতে চলেছে।

প্রায় ১৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুণে মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়ের শিলান্যাসও একসঙ্গেই সারবেন প্রধানমন্ত্রী। এই নতুন ধাপে থাকছে ২-এ, ২-বি, ৪ এবং ৪-এ লাইন। ভানাজ থেকে চঁদনী চক এবং রামওয়াড়ি থেকে বিঠলওয়াড়ি পর্যন্ত প্রায় পৌনে ১৩ কিলোমিটার জুড়ে তৈরি হবে ২-এ এবং ২-বি করিডোর। অন্যদিকে প্রায় সাড়ে ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চার নম্বর লাইন জুড়বে খরাডি এবং খড়কওয়াসলাকে। ছয় কিলোমিটারের কিছু বেশি লম্বা ৪-এ লাইনটি জুড়বে নল স্টপ থেকে মানিক বাগকে। হড়পসর, মাগরপাট্টা, স্বর্ণগেট থেকে শুরু করে নান্দেড় সিটি কিংবা পুণে সেনানিবাসের মতো ব্যস্ত জনবহুল এলাকাগুলি এই জালের আওতায় চলে আসায় বদলে যাবে শহরের সামগ্রিক

পরিবহণের ছবি। নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত আরও মসৃণ করতে স্বর্ণগেট, নল স্টপ এবং

খরাডি বাইপাসে তৈরি হচ্ছে বিশেষ সংযোগ কেন্দ্র, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অতি সহজেই মেট্রো বদলে দূরপাল্লার বাস পরিষেবা ধরতে পারবেন।

আমেরিকার শিং ভেঙে দেব' হুমকি ইরানের !

ইরানের হাতে কি সত্যিই রয়েছে

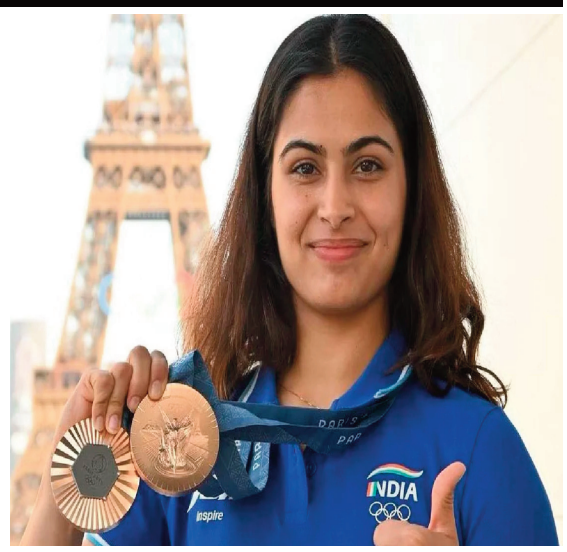
অপ্রকাশিত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ?

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়ালে ওয়াশিংটনকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে আবারও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। সম্প্রতি ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও জ্যেষ্ঠ কমান্ডার মোহসেন রেজায়ি এক বক্তব্যে দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের জবাব দিতে তাদের হাতে এমন গোপন সামরিক সক্ষমতা রয়েছে, যা এখনও বিশ্বের সামনে প্রকাশ করা হয়নি।

রেজায়ির ভাষায়, 'যুদ্ধ শুরু হলে আমরা আমেরিকার শিং এমনভাবে ভেঙে দেব যে, এরপর শিংহীন এই গরু বিশ্বে কী করতে পারে, তা দেখা যাবে।'ইরানি শীর্ষ কর্মকর্তার এমন বিস্ফোরক বক্তব্যের পর আন্তর্জাতিক সামরিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে;বিশ্বের সর্বাধুনিক সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইরানের হাতে আসলে কী এমন অপ্রকাশিত তুরুপের তাস থাকতে পারে?যেসব গোপন বা অপ্রকাশিত অস্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করছে সামরিক মহল। পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, দশকের পর দশক ধরে চলা কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই ইরান মূলত 'অপ্রতিসম যুদ্ধ' কৌশলকে ভিত্তি করে নিজেদের সামরিক ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। সামরিক বিশ্লেষকদের ধারণা, রেজায়ির ইঙ্গিত করা অপ্রকাশিত সক্ষমতাগুলো হতে পারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোর কোনো একটি-ইরান এর আগে 'ফাত্তাহ-১' ও 'ফাত্তাহ-২' নামের হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচন করেছিল। তবে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, তেহরান এমন কোনো উচ্চগতির ম্যানুভারেবল (গতিপথ পরিবর্তনে সক্ষম) ওয়ারহেড তৈরি করে থাকতে পারে, যা মার্কিন প্যাট্রিয়ট বা থাড আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সব ধরনের রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম।ছদ্মবেশী মোবাইল লঞ্চার ও ভূগর্ভস্থ মিসাইল সিটি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে বেসামরিক মালবাহী ট্রাক ও ভারী যানবাহনকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মোবাইল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণযানে রূপান্তর করেছে ইরান। পাহাড়ি মাটির গভীরে তৈরি শত শত গোপন 'ক্ষেপণাস্ত্র শহর' ছাড়াও এসব ভ্রাম্যমাণ লঞ্চার যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে একযোগে ব্যাপক হামলা চালাতে পারে।আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় 'ড্রোন সোয়ার্ম' শাহেদ সিরিজের সুইসাইড ড্রোনের সাফল্য আগেই দেখেছে বিশ্ব। ধারণা করা হচ্ছে, ইরানের গোপন ভাণ্ডারে রয়েছে এআই-চালিত এমন ঝাঁক-ড্রোন ব্যবস্থা, যা কোনো জিপিএস বা গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সিগন্যাল ছাড়াই স্বাধীনভাবে একসঙ্গে শত শত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক ঘাঁটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অচল করে দিতে পারে।উন্নত ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ও সাইবার সক্ষমতা শত্রুপক্ষের যোগাযোগব্যবস্থা, স্যাটেলাইট লিংক ও রাডার নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার জন্য ইরান উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস অস্ত্র বা উন্নত জ্যামিং প্রযুক্তি তৈরি করেছে বলে দীর্ঘদিনের সন্দেহ রয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 03-11-2026 23:08 Page 8

নির্বাচনে লড়ছেন মনু ভাকের



নির্বাচনে লড়তে চলেছেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী শুটার মনু ভাকের । ক্রীড়াবিদদের প্রতিযোগিতার পরিবেশ, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বা তাঁদের উন্নতির দিকেই লক্ষ্য থাকবে মনুর। সেই হিসেবে একটি বিশেষ কর্মসূচিও তৈরি করেছেন। ২০২৬-৩০ মেয়াদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশনের অ্যাথলেটিক কমিটির নির্বাচনে লড়বেন মনু। দু'টি পদের জন্য মোট ১০ জন প্রার্থী আছেন। ২০২৪-র অলিম্পিকে জোড়া পদক পেয়েছিলেন মনু। ২৪ বছর বয়সি ক্রীড়াবিদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পিস্তল শুটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে শুটিংয়ের হালহকিকত ও সমস্যা সম্পর্কে অবগত। সেই কঠিন অভিজ্ঞতা থেকেই মনুর মনে হয়েছে, শুটিংয়ের ভবিষ্যৎ ও তার রূপরেখা নির্মাণে ক্রীড়াবিদদের ভূমিকা থাকা উচিত। তাছাড়া অনেক নিয়ম বদলানো দরকার। ক্রীড়াবিদদের মানসিক স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বা অবসরের পরের নিরাপত্তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা দরকার। সেই কারণে মনু নির্বাচনে লড়ছেন। শুটিং বিশ্বকাপগুলোতে পুরস্কার মূল্য বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে চান। তাছাড়া ইভেন্টগুলো টিভিতে সম্প্রচারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের দিকেও নজর দিতে চান। যাতে আরও বেশি করে দর্শক আকৃষ্ট হয় ও বিনিয়োগ আসে। মনু বলছেন, আইএসএসএফ অ্যাথলিট কমিটির নির্বাচনে লড়াই করা আমার কাছে গর্বের। সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলেছি বলে জানি প্রতিযোগীদের কী কী কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। আমি মনে করি, শুধু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণটাই সব নয়, এই খেলার জন্য নিজেদের বক্তব্য থাকা উচিত। এই কমিটি শুটার ও গর্ভনিং বডির মধ্যে একটা সেতুর কাজ করে। শুটারদের অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, নিয়মকানুনের খুঁটিনাটি থেকে প্রতিযোগিতার পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর রাখতে হয়। ৩ থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে রাইফেল, পিস্তল ও শটগানের কমিটি নির্বাচন হবে। ১৮ বছরের বয়সি শুটারদের মধ্যে যারা চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছেন, তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের 'অন্ধকার যুগ' নিয়েও মুখ খুললেন শচীন



তিনি ক্রিকেটের ঈশ্বর। তাঁর ব্যাটিং অতুলনীয়। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে একেবারেই সফল নন শচীন তেণ্ডুলকর। ভারতীয় ক্রিকেটের এক কঠিন সময়ে তিনি অধিনায়ক ছিলেন। তবে সেই অন্ধকার যুগ থেকে টিম ইন্ডিয়াকে উদ্ধার করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু কেন ব্যর্থতা? সেটার জন্য কি শুধু শচীন দায়ী? নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও চক্রান্ত ছিল। সেই নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন ক্রিকেট কিংবদন্তি। দু'দফায় ভারতের নেতৃত্ব দেন শচীন। প্রথমে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত। তারপর ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালে। কেন সফল হলেন না? এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শচীন বলেন, তদেশের নেতৃত্ব দেওয়া আমার কাছে সম্মানের। তবে আমি কখনই দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইনি। আজ যে বিসিসিআই দেখছেন, তা অনেক পেশাদার। কিন্তু ১৯৯০-র দশকে এতটা পেশাদার ছিল না। সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেট একটা অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। মুখে না বললেও তাঁর ইঙ্গিত বোর্ডের কর্মকর্তাদের দিকে। একই সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট যে কী কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, সেটাও বলেছেন। ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত সফরে ম্যাচ গড়াপেটার ঘটনা ঘটে। পরে মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে নিষিদ্ধ করা হয়। সেই পর্যায় থেকে ভারতকে টেনে তুলেছিলেন সৌরভ। যে কারণে শচীন তাঁর পছন্দের অধিনায়কের তালিকায় মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে সৌরভের নামও রেখেছেন। উল্লেখ য, প্রথম পর্বে শচীনকে আচমকাই নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফের দায়িত্ব দেওয়া হয় আজহারকে। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর আবার দায়িত্ব দেওয়া হয় শচীনকে। একবছর পর তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন, অধিনায়ক হন সৌরভ। বোর্ডের থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য না পেয়েই কি সরে দাঁড়িয়েছিলেন শচীন? নেতৃত্ব দিয়ে ২৫ টেস্টে ৪টি টেস্ট জিতেছেন। অন্যদিকে ৭৩টি ওয়ানডেতে মাত্র ২৩টি ম্যাচ জিতেছেন।

মাত্র ২০ বছর বয়সেই ফর্মুলা ওয়ানে ইতিহাস



ফর্মুলা ওয়ানের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনন্য ইতিহাস রচনা করলেন মার্সিডিজ দলের ইতালীয় তরুণ চালক আন্দ্রেয়া কিমি আন্তোনেল্লি। রবিবার মেক্সিকো সিটি গ্রাঁ প্রিঁ-তে নাটকীয় লড়াই শেষে তৃতীয় স্থান অর্জন করেই বিশ্ব খেতাব নিজের নামে পাকা করেন তিনি। মাত্র ২০ বছর ৬৮ দিন বয়সে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি ভাঙলেন সেবাস্টিয়ান ফেটেলের বহুদিনের অক্ষত রেকর্ড; ২০১০ সালে ফেটেল ২৩ বছর ১৩৪ দিন বয়সে কনিষ্ঠতম হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। একই সঙ্গে ১৯৫৩ সালে আলবার্তো আসকারির পর দীর্ঘ ৭৩ বছর বাদে প্রথম ইতালীয় ড্রাইভার হিসেবে এই গৌরব অর্জন করলেন আন্তোনেল্লি। রবিবার মেক্সিকোর ট্র্যাকে রেড বুলের ম্যাক্স ভারস্টাপেন মরশুমের রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নেওয়ার দিনে রেস ট্র্যাকেই চোখের জলে ভিজলেন আন্তোনেল্লি। অটোড্রোমো হারমানোস রদ্রিগেজের ট্র্যাকে রবিবার একাধিক সংঘর্ষ, লাল পতাকা প্রদর্শন এবং দফায় দফায় সেফটি কার নামার ফলে টানটান নাটকীয়তা তৈরি হয়। ৭১ ল্যাপের রেসের ৪৬তম ল্যাপে ভালতেরি বোত্তাসের মারাত্মক দুর্ঘটনার জেরে ৩৩ মিনিট রেস বন্ধ থাকে। পোল পজিশন থেকে শুরু করা ফেরারি চালক লুইস হ্যামিল্টন তাঁর সতীর্থ শার্ল ল্যক্লেরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার পরও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। তবে তৃতীয় স্থানে রেস শেষ করে ড্রাইভার্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১১৯ পয়েন্টের অজেয় ব্যবধান তৈরি করে নেন আন্তোনেল্লি। তাঁর সতীর্থ জর্জ রাসেল ষষ্ঠ স্থানে শেষ করায় খেতাবের দৌড় থেকে ছিটকে যান। রেস শেষের পর জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে আবেগাপ্লুত আন্তোনেল্লি জানান, অবিশ্বাস্য এই সাফল্যের অনুভূতি এখনও তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে।

ফর্মুলা ওয়ানের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনন্য ইতিহাস রচনা করলেন মার্সিডিজ দলের ইতালীয় তরুণ চালক আন্দ্রেয়া কিমি আন্তোনেল্লি। রবিবার মেক্সিকো সিটি গ্রাঁ প্রিঁ-তে নাটকীয় লড়াই শেষে তৃতীয় স্থান অর্জন করেই বিশ্ব খেতাব নিজের নামে পাকা করেন তিনি। মাত্র ২০ বছর ৬৮ দিন বয়সে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি ভাঙলেন সেবাস্টিয়ান ফেটেলের বহুদিনের অক্ষত রেকর্ড; ২০১০ সালে ফেটেল ২৩ বছর ১৩৪ দিন বয়সে কনিষ্ঠতম হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

জাতীয় দলে ব্রাত্য বৈভব, ভারত 'এ' দলে খেলানোর জোরালো সওয়াল বিশেষজ্ঞদের



নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজে সুযোগ পেয়েও নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পারেননি ভারতের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। ক্রাইস্টচার্চে অভিষেক তিন নম্বরে নেমে ৮ বলে মাত্র ৪ রানে আউট হওয়ার পর, পরের ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ১৯ বলে ঝোড়ো ৪৫ রান করলেও ঈশান কিষাণ ফিরতেই ফের প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়তে হয় তাঁকে। জাতীয় সিনিয়র দলের বেঞ্চে বসিয়ে রাখার পরিবর্তে রাহুল দ্রাবিড় ও রবি শাস্ত্রীর আমলের সফল মডেল অনুসরণ করে বৈভবকে ভারত 'এ' দলের হয়ে লাল বলের ক্রিকেটে নিয়মিত ম্যাচ খেলানোর জোরালো দাবি তুলছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ভারত 'এ' দলের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ অভয় শর্মা এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের কিংবদন্তি ওয়াসিম জাফরের মতে, প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটারদের বিকাশে বড় মঞ্চের খেলার অভিজ্ঞতাই আসল। কে এল রাহুল, ঋষভ পন্থ কিংবা হনুমা বিহারীর মতো ব্যাটাররা অতীতে ভারত 'এ' দলের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেই আন্তর্জাতিক টেস্টের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন। লাল বলের ক্রিকেটে টেকনিকের দুর্বলতা ধরা পড়ে এবং দীর্ঘ ইনিংস খেলার ধৈর্য তৈরি হয়, যা সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অতিরিক্ত শট খেলতে অভ্যস্ত তরুণদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তবে নির্বাচকদের সামনে বড় দ্বিধা হলো, সিনিয়র দলের রিজার্ভ ওপেনার হিসেবে বৈভবকে দলের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন, নাকি ভারত 'এ' দলে পাঠিয়ে তাঁকে নিয়মিত ম্যাচের সুযোগ দেওয়া উচিত।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজে সুযোগ পেয়েও নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পারেননি ভারতের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। ক্রাইস্টচার্চে অভিষেক তিন নম্বরে নেমে ৮ বলে মাত্র ৪ রানে আউট হওয়ার পর, পরের ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ১৯ বলে ঝোড়ো ৪৫ রান করলেও ঈশান কিষাণ ফিরতেই ফের প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়তে হয় তাঁকে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।